যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন : চার মাসেও কাজ একটুও এগোয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশমালা তৈরির জন্য বেঁধে দেয়া ৬ মাস সময়সীমার ৪ মাস পেরিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে কাজ তেমন এগোয়নি। সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য এ বছর ২৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাকে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশনকে ৬ মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করে তা পেশ করতে বলা হয়। এই হিসেবে আগামী ২৭ জুলাই কমিশনের মেয়াদ পূর্ণ হবে। কিন্তু ৪ মাস পার হয়ে গেলেও দাপ্তরিক কাজ করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দফতর স্থাপন করা হয়নি, দেয়া হয়নি কোন কর্মচারী নিয়োগ, টেলিফোন সুবিধাদিও নেই। কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বিজ্ঞান ভবনের একটি কক্ষ অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যবহার করছেন। কমিশনের একজন সদস্য এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, সরকার শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু এ জন্য যেসব আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা করেনি। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা অবশ্য এ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২৪ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন গত ৪ মাসে ৭ বার বৈঠক করেছে। এসব সভায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার অর্থায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বেশকিছু উপকমিটি গঠন করা হয় এবং এসব কমিটির কাছে সুপারিশ চাওয়া হয়। এছাড়া আর তেমন কোন কাজ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশমালা পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর ফলে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।